যৌন-জীবন

প্রশ্ন ঃ রুমে কেবল স্বামী-স্ত্রী থাকলে শরীরে কোন কাপড় না রেখে কি ঘুমানো যায়?

উত্তর ঃ লজ্জাস্থান অপ্রয়োজনে খুলে রাখা বৈধ নয়। পর্দার ভিতরে প্রয়োজনে তা খোলায় দোষ নেই। যেমন মিলনের সময়, গোসলের সময় বা প্রস্রাব-পায়খানা করার সময়। অপ্রয়োজনের সময় লজ্জাস্থান আবৃত রাখা ওয়াজেব। নবী ﷺ বলেছেন, "তুমি তোমার স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ছাড়া অন্যের নিকটে লজ্জাস্থানের হিফাযত কর।" সাহাবী বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! লোকেরা আপোসে এক জায়গায় থাকলে?' তিনি বললেন, "যথাসাধ্য চেষ্টা করবে, কেউ যেন তা মোটেই দেখতে না পায়।" সাহাবী বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! কেউ যদি নির্জনে থাকে?' তিনি বললেন, "মানুষ অপেক্ষা আল্লাহ এর বেশী হকদার যে, তাঁকে লজ্জা করা হবে।" (আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৩১১৭নং)

এখানে "তুমি তোমার স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ছাড়া অন্যের নিকটে লজ্জাস্থানের হিফাযত কর"---এর মানে এই নয় যে, স্ত্রী ও ক্রীতদাসীর কাছে সর্বদা নগ্ন থাকা যাবে। উদ্দেশ্য হল, তাদের সাথে মিলনের সময় অথবা অন্য প্রয়োজনে লজ্জাস্থান খোলা যাবে, অপ্রয়োজনে নয়।

তাছাড়া উলঙ্গ অবস্থায় ঘুমালে আকস্মিক বিপদের সময় বড় সমস্যায় পড়তে হবে। সুতরাং সতর্কতাই বাঞ্ছনীয়।

প্রশ্ন ঃ স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের গোপন অঙ্গ দেখতে পারে কি?

উত্তর ঃ শরীয়তে তাতে কোন বাধা নেই। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই উভয়ের সর্বাঙ্গ নগ্নাবস্থায় দেখতে পারে। *(ফাতাওয়া ইবনে উষাইমীন ২/৭৬৬)* এতে স্বাস্থ্যগত কোন ক্ষতিও নেই। 'স্বামী-স্ত্রীর একে অন্যের লজ্জাস্থান দেখতে নেই, বা হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কখনও স্বামীর গুপ্তাঙ্গ দেখেননি, উলঙ্গ হয়ে গাধার মত সহবাস করো না, বা উলঙ্গ হয়ে সহবাস করলে সন্তান অন্ধ হয়। সঙ্গমের সময় কথা বললে সন্তান তোৎলা বা বোবা হয়' ইত্যাদি বলে যে সব হাদীস বর্ণনা করা হয়, তার একটিও সহীহ ও শুদ্ধ নয়। *(দেখুন, তুহফাতুল আরূস ১১৮-১১৯পৃঃ)*

প্রশ্ন ঃ শুনেছি, সহবাসের সময় সম্পূর্ণ উলঙ্গ হতে নেই, রুম অন্ধকার রাখতে হয়, একে অপরের লজ্জাস্থান দেখতে নেই ইত্যাদি। তা কি ঠিক?

উত্তর ঃ এ হল লজ্জাশীলতার পরিচয়। পরন্তু শরীয়তে তা হারাম নয়। অর্থাৎ, রুম সম্পূর্ণ বন্ধ থাকলে এবং সেখানে স্বামী-স্ত্রী ছাড়া অন্য কেউ না থাকলে আর পর্দার প্রয়োজন নেই। স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের লেবাস। উভয়ে উভয়ের সব কিছু দেখতে পারে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ} (٧) سورة المؤمنون، سورة المعارج

অর্থাৎ, (সফল মু'মিন তারা,) যারা নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে। নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত; এতে তারা নিন্দনীয় হবে না। সুতরাং কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে, তারা হবে সীমালংঘনকারী। (মু'মিনূন ঃ ৫-৭, মাআরিজ ঃ ২৯-৩১)□

নবী ﷺ বলেছেন, "তুমি তোমার স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ছাড়া অন্যের নিকটে লজ্জাস্থানের হিফাযত কর।" সাহাবী বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! লোকেরা আপোসে এক জায়গায় থাকলে?' তিনি বললেন, "যথাসাধ্য চেষ্টা করবে, কেউ যেন তা মোটেই দেখতে না পায়।" সাহাবী বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! কেউ যদি নির্জনে থাকে?' তিনি বললেন, "মানুষ অপেক্ষা আল্লাহ এর বেশী হকদার যে, তাঁকে লজ্জা করা হবে।" (আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৩১১৭নং)

সুতরাং রুম অন্ধকার না করলে এবং উভয়ে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হলে কোন দোষ নেই। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ গান-বাজনা হারাম। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী যদি একে অপরকে শোনায়, তাহলে তাতে ক্ষতি আছে কি?

উত্তর ঃ স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে প্রেমের গান গেয়ে শোনাতে পারে। তবে তাতে শর্ত হল ঃ যেন তার সাথে বাজনা না থাকে এবং তারা ছাড়া অন্য কেউ তা শুনতে না পায়। এমনকি তাদের সন্তানরাও তা না শোনে। কারণ এটিও এক প্রকার স্পর্শ ও চুম্বনের মতো মিলনের ভূমিকা।

প্রশ্ন ঃ কোন্ কোন্ সময়ে স্ত্রী-সহবাস নিষিদ্ধ? শুনেছি, অমাবশ্যা ও পূর্ণিমার রাত্রিতে সহবাস করতে হয় না। এ কথা কি ঠিক?

উত্তর ঃ দিবারাত্রে স্বামী-স্ত্রীর যখন সুযোগ হয়, তখনই সহবাস বৈধ। তবে শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত কয়েকটি নিষিদ্ধ সময় আছে, যাতে স্ত্রী-সম্ভোগ বৈধ নয়।

১। স্ত্রীর মাসিক অথবা প্রসবোত্তর খুন থাকা অবস্থায়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} البقرة / ٢٢٢

অর্থাৎ, লোকে রজঃস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, তা অশুচি। সুতরাং তোমরা রজঃস্রাবকালে স্ত্রীসঙ্গ বর্জন কর এবং যতদিন না তারা পবিত্র হয়, (সহবাসের জন্য) তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। অতঃপর যখন তারা পবিত্র হয়, তখন তাদের নিকট ঠিক সেইভাবে গমন কর, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ

ক্ষমাপ্রার্থিগণকে এবং যারা পবিত্র থাকে, তাদেরকে পছন্দ করেন। (বাক্বারাহ ঃ ২২২)

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন ঋতুমতী স্ত্রী (মাসিক অবস্থায়) সঙ্গম করে অথবা কোন স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে সহবাস করে, অথবা কোন গণকের নিকট উপস্থিত হয়ে (সে যা বলে তা) বিশ্বাস করে, সে ব্যক্তি মুহাম্মাদ ﷺ-এর অবতীর্ণ কুরআনের সাথে কুফরী করে।" (অর্থাৎ কুরআনকেই সে অবিশ্বাস ও অমান্য করে। কারণ, কুরআনে এ সব কুকর্মকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।) (আহমাদ ২/৪০৮, ৪৭৬, তিরমিযী, সহীহ ইবনে মাজাহ ৫২২নং)

২। রমযানের দিনের বেলায় রোযা অবস্থায়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} البقرة / ١٨٧

অর্থাৎ, রোযার রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী-সম্ভোগ বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক। (বাক্বারাহ ঃ ১৮৭)

আর বিদিত যে, রমযানের রোযা অবস্থায় সঙ্গম করলে যথারীতি তার কাফ্ফারা আছে। একটানা দুই মাস রোযা রাখতে হবে, নচেৎ অক্ষম হলে ষাট জন মিসকীন খাওয়াতে হবে।

৩। হজ্জ বা উমরার ইহরাম অবস্থায়। মহান আল্লাহ বলেন,

(الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) البقرة / ١٩٧

অর্থাৎ, সুবিদিত মাসে (যথা ঃ শওয়াল, যিলক্বদ ও যিলহজ্জে) হজ্জ হয়। সুতরাং যে কেউ এই মাসগুলিতে হজ্জ করার সংকল্প করে, সে যেন হজ্জের সময় স্ত্রী-সহবাস (কোন প্রকার যৌনাচার), পাপ কাজ এবং ঝগড়া-বিবাদ না করে। (বাক্বারাহ ঃ ১৯৭)

এ ছাড়া অন্য সময়ে দিবারাত্রির যে কোন অংশে সহবাস বৈধ। (মুনাজ্জিদ)

প্রশ্ন ঃ হাদীসে এসেছে, "যদি তোমাদের কেউ স্ত্রী সহবাসের ইচ্ছা করে, তখন..... দুআ পড়ে, তাহলে ওদের ভাগ্যে সন্তান এলে, শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারে না।" (বুখারী-মুসলিম) বাহ্যতঃ এ নির্দেশ স্বামীকে দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন হল, স্ত্রীর জন্যও কি ঐ দুআ পড়া বিধেয়?

উত্তর ঃ আসলে সহবাসের দুআ স্বামীর জন্যই বিধেয়। স্ত্রী পড়লেও দোষ নেই। যেহেতু যে কাজ উভয়ের, সে কাজের নির্দেশ পুরুষকে দেওয়া হলেও মহিলাও শামিল হয়। (লাদা)

প্রশ্ন ঃ সহবাসের আগে দুআ পড়লে শয়তান ক্ষতি করতে পারে না। ক্ষতি না করতে পারার অর্থ কী?

উত্তর ঃ এর অর্থ এই যে, (ক) 'বিসমিল্লাহ'র বর্কতে সেই সন্তান নেক হয়। যেহেতু মহান আল্লাহ শয়তানকে বলেছেন,

{إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ} (٤٢) سورة الحجر

অর্থাৎ, আমার (একনিষ্ঠ) বান্দাদের উপর তোমার কোন আধিপত্য থাকবে না। (হিজ্‌র ঃ ৪২)

(খ) সন্তানের স্বাস্থ্যগত কোন ক্ষতি হয় না।

(গ) সন্তান শির্ক ও কুফরীমুক্ত হয়।

(ঘ) কাবীরা গোনাহ থেকে বিরত থাকতে সক্ষম হয়।

(ঙ) ঐ সহবাসে শয়তান শরীক হতে পারে না।

প্রশ্ন ঃ আমি বিবাহিত। আমার সন্তান হয় না। টিউবের মাধ্যমে সন্তান নেব ইচ্ছা করেছি। আমি চাই আমাদের সন্তানকে যেন শয়তান ক্ষতিগ্রস্ত না করে। কিন্তু তার জন্য পঠিতব্য দুআটি কখন পড়ব?

উত্তর ঃ যখন টিউবে রাখার জন্য বীর্য দেবেন, তখন বীর্যপাতের আগে প্রস্তুতির সময় দুআটি পড়ে নেবেন। (ফুনাইসান)

প্রশ্ন ঃ স্ত্রী গর্ভাবস্থায় থাকার সময়ও কি সহবাসের দুআ পড়তে হবে?

উত্তর ঃ সহবাসের সময় দুআ পড়ায় দু'টি লাভ আছে। শয়তানের শরীক হওয়াকে থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করা এবং তার ক্ষতি থেকে ঐ মিলনে সৃষ্টি সন্তানকে রক্ষা করা। সুতরাং যখন আমরা জানি যে, সন্তান আগের মিলনে এসে গেছে, অথবা সন্তান হবে না, অথবা সন্তান চাই না, তখনও যদি আমরা দুআ পড়ি, তাহলে তাতে আমরা নিজেদেরকে আমাদের যৌনানন্দে শয়তানের শরীক হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারব। বলা বাহুল্য, সহবাসের দুআ সর্বাবস্থায় পঠনীয়। যেহেতু হাদীসের নির্দেশ ব্যাপক। (ইবা)

প্রশ্ন ঃ সহবাসের সময় হাঁচি হলে নির্দিষ্ট যিক্‌র পড়া যাবে কি?

উত্তর ঃ এই সময় মুখে যিক্‌র পড়া যাবে না। মনে মনে পড়লে দোষ নেই। পেশাব-পায়খানা করা অবস্থায় নবী ﷺ সালামের জবাব দেননি। (মুসলিম ৩৭০নং)

প্রশ্ন ঃ শরীয়তে সমমৈথুন প্রসঙ্গে বিধান কী?

উত্তর ঃ সমমৈথুন; পুরুষ-সঙ্গম বা পুরুষে-পুরুষে পায়ুপথে কুকর্ম করাকে বলে। আর এরই অনুরূপ স্ত্রীর মলদ্বারে সঙ্গম করাও। এটা সেই কুকর্ম, যা লূত ﷺ-এর সম্প্রদায় করেছিল। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

[أَتَأْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِيْنَ]

অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে তোমরা তো কেবল পুরুষদের সাথেই উপগত হও। *(সূরা শুআরা ১৬৫ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

[إِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ]

অর্থাৎ, তোমরা তো কাম-তৃপ্তির জন্য নারী ত্যাগ করে পুরুষদের নিকট গমন কর! *(সূরা আ'রাফ ৮১ আয়াত)*

আল্লাহ তাদেরকে এই কুকাজের শাস্তি স্বরূপ তাদের ঘর-বাড়ি উল্টে দিয়েছিলেন এবং আকাশ থেকে তাদের উপর বর্ষণ করেছিলেন পাথর। তিনি বলেন,

[فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ]

অর্থাৎ, (অতঃপর যখন আমার আদেশ এল) তখন আমি (তাদের নগরগুলোর) ঊর্ধ্বভাগকে নিম্নভাগে পরিণত করেছিলাম এবং আমি তাদের উপর ক্রমাগত কঙ্কর বর্ষণ করেছিলাম। *(সূরা হিজ্‌র ৭৪ আয়াত)*

সুতরাং উক্ত সম্প্রদায়ের মত কুকর্মে যে লিপ্ত হবে সেও উপর্যুক্ত শাস্তির উপযুক্ত। তাই এমন দুরাচার প্রসঙ্গে কিছু সাহাবা ﷺ এর ফতোয়া হল, তাকে জ্বালিয়ে মারা হবে। কেউ কেউ বলেন, উঁচু জায়গা হতে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে তাকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলা হবে। (ইজি)

এ বিষয়ে একাধিক হাদীসও নবী ﷺ হতে বর্ণিত হয়েছে; এক হাদীসে তিনি বলেছেন, "যাকে লূত সম্প্রদায়ের মত কুকর্মে লিপ্ত পাবে, তাকে এবং যার সাথে এ কাজ করা হচ্ছে, তাকেও তোমরা হত্যা ক'রে ফেল।" (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৩৫৭৫নং)

প্রশ্ন ঃ গুপ্ত অভ্যাস ব্যবহার করা বৈধ কি ?

উত্তর ঃ গুপ্ত অভ্যাস (হাত বা অন্য কিছুর মাধ্যমে বীর্যপাত, স্বমৈথুন বা হস্তমৈথুন) করা কিতাব, সুন্নাহ ও সুস্থ বিবেকের নির্দেশ মতে হারাম।

কিতাব বা কুরআনের দলীল; আল্লাহ তাআলা বলেন,

[وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ، إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ، فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ]

অর্থাৎ, যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। তবে নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে অন্যথা করলে তারা নিন্দনীয় হবে না। আর যারা এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করে তারাই সীমালংঘনকারী।" *(সূরা মু'মিনূন ৫-৭)*

সুতরাং যে ব্যক্তি তার স্ত্রী ও অধিকারভুক্ত দাসী[১] ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা কামলালসা চরিতার্থ করতে চায়, সে ব্যক্তি "এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করে।" বলা বাহুল্য, এই আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে সে সীমালংঘনকারী বলে বিবেচিত হবে।

সুন্নাহ থেকে দলীল, আল্লাহর নবী ﷺ বলেন, "হে যুবকের দল! তোমাদের মধ্যে যে কেউ স্ত্রী-সঙ্গম ও বিবাহ-খরচে সমর্থ, সে যেন বিবাহ করে। কারণ তা অধিক দৃষ্টি-সংযতকারী এবং অধিক যৌনাঙ্গ-রক্ষাকারী। আর যে ব্যক্তি এতে অসমর্থ, সে যেন রোযা অবলম্বন করে, যেহেতু তা এর জন্য (খাসী করার মত) কামদমনকারীর সমান।" *(বুখারী, মুসলিম)*

(১) অধিকারভুক্ত দাসী বলে ক্রীতদাসী ও কাফের যুদ্ধবন্দিনীকে বুঝানো হয়েছে। এখানে কাজের মেয়ে, দাসী, খাদেমা বা চাকরানী উদ্দেশ্য নয়।

সুতরাং নবী ﷺ বিবাহে অসমর্থ ব্যক্তিকে রোযা রাখতে আদেশ করলেন, অথচ যদি হস্তমৈথুন বৈধ হত, তবে নিশ্চয় তিনি তা করতে নির্দেশ দিতেন। অতএব তা সহজ হওয়া সত্ত্বেও যখন তিনি তা করতে নির্দেশ দিলেন না, তখন জানা গেল যে তা বৈধ নয়।

আর সুচিন্তিত মত এই যে, যেহেতু এই কাজে বহুমুখী ক্ষতি ও অনিষ্টের আশঙ্কা রয়েছে, যা চিকিৎসাবিদ্‌গণ উল্লেখ করে থাকেন; এতে এমন ক্ষতি রয়েছে যা স্বাস্থ্যের পক্ষে বড় বিপজ্জনক; এ কাজ যৌনশক্তিকে দুর্বল ক'রে ফেলে, চিন্তাশক্তি ও দূরদর্শিতার ক্ষতি সাধন করে এবং কখনো বা এর অভ্যাসী ব্যক্তিকে প্রকৃত দাম্পত্যসুখ থেকে বঞ্চিত করে। কারণ যে কেউ এ ধরনের অভ্যাসে নিজ কাম-লালসাকে চরিতার্থ ক'রে থাকে, সে হয়তো বা বিবাহের প্রতি ভ্রূক্ষেপই করবে না। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ লিঙ্গ স্পর্শ না ক'রে স্ত্রী সহবাসের কথা কল্পনা ক'রে বীর্যপাত করা কি বৈধ?

উত্তর ঃ না, এ কাজ বৈধ নয়। কারণ তা ব্যভিচারের দিকে আকর্ষণ করতে পারে। যুবকের উচিত বিবাহের আগে অথবা স্ত্রীর নিকটবর্তী হওয়ার আগে পর্যন্ত সুচিন্তা করা। কুচিন্তা এসে গেলে ইচ্ছাকৃতভাবে কল্পনা-বিহার না করা। (লাদা)

প্রশ্ন ঃ স্ত্রীর যোনিপথ সংকীর্ণ হলে স্বামী তার পায়খানাদ্বারে সঙ্গম করতে পারে কি?

উত্তর ঃ স্ত্রীর যোনিপথ সংকীর্ণ ও সঙ্গম অযোগ্য হলে স্বামী তার পায়খানাদ্বারে সঙ্গম করতে পারে না। যেমন সঙ্গমযোগ্য যোনি না থাকলে সেই স্ত্রীকে স্বামী তালাক দিতে পারে। যেহেতু পায়ুপথ সঙ্গমস্থল নয়। তা হলে তাকে তালাক দেওয়া বৈধ হতো না। (আযওয়াউল বায়ান ১/৯৪ দ্রঃ)

প্রশ্ন ঃ মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে ধারণা ক'রে স্বামী-সহবাস করার পর পুনরায় খুন দেখা গেলে গোনাহ হবে কি? অতঃপর করণীয় কী?

উত্তর ঃ প্রবল ধারণায় যখন বুঝা যাবে যে, মহিলা পবিত্র হয়ে গেছে, তখন তাকে গোসল ক'রে নামায-রোযা করতে হবে। কিন্তু নামায-রোযা শুরু করার পর অথবা স্বামী-সঙ্গমের পর যদি পুনরায় খুন দেখে তাহলে গোনাহ হবে না। যেহেতু খুন থাকা অবস্থায় মাসিক জেনে সঙ্গম করলে গোনাহ হবে। অবশ্য যদি সেই খুন অভ্যাসগত প্রিয়ডের ভিতরে হয়, তাহলে তা মাসিকের খুন। সুতরাং তারপর পুনরায় নামায-রোযা ও সঙ্গমাদি বন্ধ করতে হবে। পক্ষান্তরে তা যদি প্রিয়ডের বাইরে হয়, তাহলে তা মাসিকের খুন নয়, তাকে 'ইস্তিহাযা'র খুন বলে। তাতে কোন দোষ হবে না। তবে মহিলার উচিত, অভ্যাসগত প্রিয়ড শেষ না হওয়া পর্যন্ত খুন বন্ধ দেখে স্বামী-সহবাসে তড়িঘড়ি না করা। উচিত হল, সাদা স্রাব বের হতে শুরু না হওয়া পর্যন্ত অথবা পরিপূর্ণরূপে খুন বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত অথবা প্রিয়ডের গনা দিন শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা। নচেৎ স্ত্রী জেনেশুনে স্বামীকে বাধা না দিলে তার গোনাহ হবে। (মুনাজ্জিদ)

প্রশ্ন ঃ প্রসবোত্তর স্রাব অথবা ঋতুস্রাব থাকাকালীন সময়ে মিলন হারাম। কিন্তু সেই অবস্থায় স্বামী নিজের কাম-বাসনা চরিতার্থ করতে কী করতে পারে?

উত্তর ঃ মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (٢٢٢) سورة البقرة

অর্থাৎ, লোকেরা তোমাকে রজঃস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, তা অশুচি। সুতরাং তোমরা রজঃস্রাবকালে স্ত্রীসঙ্গ বর্জন কর এবং যতদিন না তারা পবিত্র হয়, (সহবাসের জন্য) তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। অতঃপর যখন তারা পবিত্র হয়, তখন তাদের নিকট ঠিক সেইভাবে গমন কর, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাপ্রার্থিগণকে এবং যারা পবিত্র থাকে, তাদেরকে পছন্দ করেন। (বাক্বারাহ ঃ ২২২)

কিন্তু 'নিকটবর্তী হয়ো না'র অর্থ হল সঙ্গমের জন্য তাদের কাছে যেয়ো না। অর্থাৎ, যোনিপথে সঙ্গম হারাম। পায়খানাদ্বারেও সঙ্গম হারাম। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, আল্লাহ আয্যা অজাল্ল (কিয়ামতের দিন) সেই ব্যক্তির দিকে তাকিয়েও দেখবেন না, যে ব্যক্তি কোন পুরুষের মলদ্বারে অথবা কোন স্ত্রীর পায়খানা-দ্বারে সঙ্গম করে।" *(তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, নাসাঈ, সহীহুল জামে' ৭৮০১নং)*

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি কোন ঋতুমতী স্ত্রী (মাসিক অবস্থায়) সঙ্গম করে অথবা কোন স্ত্রীর মলদ্বারে সহবাস করে, অথবা কোন গণকের নিকট উপস্থিত হয়ে (সে যা বলে তা) বিশ্বাস করে, সে ব্যক্তি মুহাম্মাদ ﷺ-এর অবতীর্ণ কুরআনের সাথে কুফরী করে।" (অর্থাৎ কুরআনকেই সে অবিশ্বাস ও অমান্য করে। কারণ, কুরআনে এ সব কুকর্মকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।) *(আহমাদ ২/৪০৮, ৪৭৬, তিরমিযী, সহীহ ইবনে মাজাহ ৫২২নং)*

তাহলে যৌন-ক্ষুধা মিটাতে এ সময় করা যায় কি? এর উত্তর দিয়েছেন মহানবী ﷺ। তিনি বলেছেন, "সঙ্গম ছাড়া সব কিছু কর।" (মুসলিম ৩০২নং)

তা বলে কি মুখ-মৈথুন করা যায়? না, কারণ যে মুখে আল্লাহর যিক্র হয়, সে মুখকে এমন কাজে ব্যবহার রুচিবিরুদ্ধ কাজ। অবশ্য উরু-মৈথুন করা যায়। তবে সতর্কতার সাথে, যাতে প্রস্রাব বা পায়খানাদ্বারে সঙ্গম না হয়ে বসে। যদিও মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেছেন, 'নবী ﷺ মাসিকের সময় আমাদেরকে যৌনাঙ্গে কাপড় রাখতে বলতেন। অতঃপর শয্যাসঙ্গী হতেন। তবে তিনি ছিলেন জিতেন্দ্রিয়।' (বুখারী, মুসলিম) তবুও কাপড় না রেখে যদি উরু-মৈথুন করে, তবে তা হারাম নয়। (ইবা)

প্রশ্ন ঃ নিয়মিত মাসিক হওয়ার পড়েও অনেক সময় খুন দেখা যায়, সে সময় কি সহবাস বৈধ?

উত্তর ঃ নিয়মিত মাসিকের পরে অথবা প্রসবের চল্লিশ দিন পরেও যে অতিরিক্ত খুন দেখা যায়, তাতে সহবাস বৈধ এবং নামায-রোযা ওয়াজেব। একে ইস্তিহাযার খুন বলে। এ খুন হায়যের মতো নয়।

প্রশ্ন ঃ মাসিকাবস্থায় স্বামী আমার নগ্ন দেহ নিয়ে খেলায় মাতলে আমার কী করা উচিত?

উত্তর ঃ মাসিকাবস্থায় স্বামী নিজ স্ত্রীর দেহ নিয়ে খেলায় মেতে উঠলে এবং তার ফলে স্ত্রীরও উত্তেজনা সৃষ্টি হলে প্রস্রাব-পায়খানাদ্বার সাবধানে হিফাযত করবে। নচেৎ সঙ্গম ঘটে গেলে সেও গোনাহগার হবে।

প্রশ্ন ঃ শুনেছি মাসিক অবস্থায় সহবাস করলে এক দীনার (সওয়া চার গ্রাম পরিমাণ সোনা অথবা তার মূল্য, না পারলে এর অর্ধ পরিমাণ অর্থ) সদকাহ করে কাফ্ফারা দিতে হবে। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ প্রভৃতি, আদাবুয যিফাফ ১২২পৃঃ) কিন্তু স্ত্রী যদি সেই সময় মিলনে এমনভাবে উত্তেজিত করে, যাতে স্বামী তা দমন করতে না পেরে মিলন ক'রে ফেলে, তাহলে কাফ্ফারা কাকে দিতে হবে?

উত্তর ঃ কাফ্ফারা দিতে হবে স্ত্রীকে। আর স্বামীকেও দিতে হবে। যেহেতু সে ইচ্ছা করলে নাও করতে পারত। পক্ষান্তরে স্বামী জোরপূর্বক করলে এবং স্ত্রী বাধা দিতে না পারলে তার গোনাহ হবে না এবং তাকে কাফ্ফারাও দিতে হবে না।

প্রশ্ন ঃ মাসিক অবস্থায় সঙ্গম হারাম। কিন্তু স্ত্রী-দেহের অন্যান্য জায়গায় বীর্যপাত করা যায় কি না?

উত্তর ঃ উত্তম হল স্ত্রীকে জাঙ্গিয়া পরিয়ে দেহের যে কোন জায়গায় বীর্যপাত করা। অবশ্য যে নিজের মনোবলে সঙ্গম থেকে বাঁচতে পারবে, তার জাঙ্গিয়া না পরালেও চলবে। পরন্তু স্ত্রীর মুখে বীর্যপাত করা বিকৃত-রুচির মানুষদের ঘৃণ্য আচরণ। আর পায়খানা-দ্বারে সঙ্গম হারাম এবং এক প্রকার কুফরী।

প্রশ্ন ঃ আমার মাসিকের সময় স্বামী আমাকে উবুড় ক'রে শুইয়ে আমার পাছায় (জাঙ্গের ফাঁকে) তেল অথবা লিকুইড সাবান ঢেলে বীর্যপাত করে। এটা কি জায়েয?

উত্তর ঃ স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে এমন মৈথুন অবৈধ নয়; যদি না প্রস্রাব বা পায়খানা-দ্বারে লিঙ্গাগ্র প্রবেশ করে। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (٢٢٢) سورة البقرة

অর্থাৎ, লোকে রজঃস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, তা অশুচি। সুতরাং তোমরা রজঃস্রাবকালে স্ত্রীসঙ্গ বর্জন কর এবং যতদিন না তারা পবিত্র হয়, (সহবাসের জন্য) তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। অতঃপর যখন তারা পবিত্র হয়, তখন তাদের নিকট ঠিক সেইভাবে গমন কর, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাপ্রার্থিগণকে এবং যারা পবিত্র থাকে, তাদেরকে পছন্দ করেন। (বাক্বারাহ ঃ ২২২)□

আর মহানবী ﷺ বলেছেন,

(اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلا النِّكَاحَ - يعني : الجماع)

অর্থাৎ, সঙ্গম ছাড়া সব কিছু কর। (মুসলিম ৪৫৫নং)□

তবে সতর্কতার বিষয় যে, নিষিদ্ধ জায়গার আশেপাশে থাকতে থাকতে যেন উত্তেজনার চরম মুহূর্তে সেই জায়গায় প্রবেশ না হয়। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "পাপ আল্লাহর

সংরক্ষিত চারণভূমি। যে ঐ চারণভূমির ধারে-পাশে চরবে, সে অদূরে সম্ভবতঃ তার ভিতরেও চরতে শুরু ক'রে দেবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

প্রশ্ন ঃ হস্তমৈথুন বা স্বমেহন অবৈধ। কিন্তু স্ত্রীর হাত দ্বারা মৈথুনও অবৈধ কি?

উত্তর ঃ স্ত্রীর হাত দ্বারা মৈথুন অবৈধ নয়। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٢٩) إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ}

অর্থাৎ, (সফল মু'মিন তারা,) যারা নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে। নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত; এতে তারা নিন্দনীয় হবে না। (মু'মিনূন ঃ ৫-৬, মাআরিজ ঃ ২৯-৩০)

আর মহানবী ﷺ ঋতুমতী স্ত্রীর সাথে যৌনাচার করার ব্যাপারে বলেছেন, "সঙ্গম ছাড়া সব কিছু কর।" (মুসলিম ৩০২নং)

প্রশ্ন ঃ হস্তমৈথুন যুবক-যুবতী কারোর জন্যও বৈধ নয়। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী যদি একে অন্যের হস্ত দ্বারা মৈথুন করে, তাহলেও কি তা অবৈধ হবে?

উত্তর ঃ স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে এমন মৈথুন অবৈধ নয়। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} (٧) سورة المؤمنون، سورة المعارج

অর্থাৎ, (সফল মু'মিন তারা,) যারা নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে। নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত; এতে তারা নিন্দনীয় হবে না। সুতরাং কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে, তারা হবে সীমালংঘনকারী। (মু'মিনূন ঃ ৫-৭, মাআরিজ ঃ ২৯-৩১)

সুতরাং অবৈধ হল নিজের হাতে নিজের বীর্যপাত। স্বামী-স্ত্রীর একে অন্যের হাত দ্বারা বীর্যপাত অবৈধ নয়। অবৈধ নয় স্ত্রী-অঙ্গে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে স্ত্রীকে উত্তেজিত করা।

প্রশ্ন ঃ সন্তান মায়ের স্তনবৃন্ত চুষে দুগ্ধপান করে। মিলনের পূর্বে স্ত্রীর স্তনবৃন্ত চোষণ করা কি স্বামীর জন্য বৈধ? পরন্তু অসাবধানতায় যদি পেটে দুধ চলেই যায়, তাহলে কি স্ত্রী মায়ের মতো হারাম হয়ে যাবে?

উত্তর ঃ স্বামীর জন্য বৈধ, তার স্ত্রীর স্তনবৃন্ত চোষণ ক'রে উভয়ের যৌন-উত্তেজনা বৃদ্ধি করা। সে ক্ষেত্রে যদি স্ত্রীর দুধ তার পেটে চলেই যায়, তাহলে তাতে কোন ক্ষতি হয় না এবং স্ত্রী 'মা' হয়ে যায় না। কারণ দুধ পানের মাধ্যমে হারাম হওয়ার যে সব শর্ত আছে, তা হল ঃ

১। দুই বছর বয়সের মধ্যে দুধ পান করতে হবে।

সুতরাং তার পরে বড় অবস্থায় দুধ পান করলে হারাম হবে না।

২। পাঁচবার পান করতে হবে।

সুতরাং ২/৪ বার পান করলে কোন প্রভাব পড়ে না। আর বড় অবস্থায় ৫ বারের বেশী পান করলেও কোন ক্ষতি হয় না। (ইবা, ইউ)

প্রশ্ন ঃ শৃঙ্গারের সময় স্তনবৃন্ত চুষতে গিয়ে স্ত্রীর দুধ যদি স্বামীর পেটে চলে যায়, তাহলে স্ত্রী কি হারাম হয়ে যাবে?

উত্তর ঃ রতিক্রীড়ার সময় স্ত্রীর দুধ যদি স্বামীর পেটে চলে যায়, তাহলে স্ত্রী স্বামীর মা হয়ে যাবে না। কারণ দুধ পান করিয়ে 'মা' হওয়ার দু'টি শর্ত আছে ঃ (এক) দুধপান যেন বিভিন্ন সময়ে পাঁচবার হয়। (মুসলিম ১৪৫২নং) সুতরাং পাঁচবারের কম হলে 'মা' প্রতিপন্ন হবে না। (দুই) দুধপান যেন দুধপান বয়সের ভিতরে হয়। আর তা হল দুই বছর বয়সের ভিতরে। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} (١٤) سورة لقمان

অর্থাৎ, আমি তো মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। জননী কষ্টের পর কষ্ট বরণ ক'রে সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে এবং তার স্তন্যপান ছাড়াতে দু বছর অতিবাহিত হয়। (লুক্বমান ঃ ১৪)

{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (٢٣٣) سورة البقرة

অর্থাৎ, জননীগণ তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু' বছর দুধ পান করাবে; যদি কেউ দুধ পান করার সময় পূর্ণ করতে চায়। (বাক্বারাহ ঃ ২৩৩)

সুতরাং দু'বছর বয়সের পরে দুধপান করলে 'মা' প্রমাণিত হবে না। আর 'মা' প্রমাণিত না হলে স্ত্রী হারাম হবে না। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ সহবাসের সময় আমার স্বামী প্রবল উত্তেজনাবশতঃ এমন অনেক অশ্লীল কথা বলে, যে কথা অন্য সময় বলে না। অনেক সময় সে সব বলে উত্তেজনা সৃষ্টি করে। তাতে কি তার পাপ হবে?

উত্তর ঃ স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যে যৌনতা করা হয়, সেটাই অন্যের সাথে করা অশ্লীলতা ও অসভ্যতা। সুতরাং আপোসের সঙ্গম বৈধ হলে প্রবল উত্তেজনায় পূর্ণ তৃপ্তি গ্রহণ করতে ঐ শ্রেণীর কোন কথা বলা দূষণীয় নয়। তবে তা না বললে যদি চলে, তাহলে ত্যাগ করাই উত্তম। (মুনাজ্জিদ)

প্রশ্ন ঃ সন্তান প্রসবের পর কখন মিলন বৈধ হয়?

উত্তর ঃ সন্তান প্রসবের পর যখন রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে যায়, তখন থেকেই মিলন বৈধ। স্রাব অব্যাহত থাকলে ৪০ দিন পর্যন্ত অবৈধ। ৪০ দিন অতিবাহিত হয়ে গেলে স্রাব থাকলেও মিলন বৈধ।

প্রশ্ন ঃ স্বামী যদি কুশ্রী হয়, তাহলে স্ত্রী স্বামী-সহবাসের সময় কোন সুশ্রী যুবককে এবং স্ত্রী যদি কুশ্রী হয়, তাহলে স্বামী স্ত্রী-সহবাসের সময় কোন সুশ্রী যুবতীকে কল্পনায় এনে তৃপ্তি নিতে পারে কি?

উত্তর ঃ এই শ্রেণীর কল্পিত পরপুরুষ বা পরস্ত্রীর সহবাস এক প্রকার ব্যভিচার। সহবাসের সময় স্ত্রীর জন্য বৈধ নয় অন্য কোন সুন্দর ও সুস্বাস্থবান পুরুষকে কল্পনা করা এবং স্বামীর জন্য বৈধ নয় অন্য সুন্দরী ও সুস্বাস্থ্যবতী যুবতীকে কল্পনা করা। বৈধ নয়, পরপুরুষ বা পরস্ত্রীর নাম নিয়ে উভয়ের তৃপ্তি নেওয়া অথবা উত্তেজনা বৃদ্ধি করা। মনে মনে যাকে ভালবাসে, তার সাথে মিলন করছে খেয়াল করা। উলামাগণ বলেন, 'যদি কেউ এক গ্লাস পানি মুখে নিয়ে যদি কল্পনা করে যে, সে মদ খাচ্ছে, তাহলে তা পান করা হারাম।' (মাদখাল ২/ ১৯৪- ১৯৫, ফুরু' ৩/৫১, ত্বারহুত তাষরীব ২/ ১৯)

প্রশ্ন ঃ একাধিক স্ত্রীর মাঝে সমতা ও ইনসাফ বজায় রাখা ওয়াজেব। কিন্তু রাত্রিবাস সমানভাবে প্রত্যেকের সাথে করলেও মিলন সকলের সাথে হয়ে ওঠে না। তাতে কি আমি গোনাহগার হব?

উত্তর ঃ একাধিক স্ত্রীর মাঝে ভালোবাসাকে যেমন সমানভাবে ভাগ ক'রে বন্টন করা যায় না, তেমনি আকর্ষণ ও মিলনও সবার সাথে সমান হওয়া জরুরী নয়। তবে নিজের পক্ষ থেকে মিলনে অনিচ্ছা প্রকাশ করা উচিত নয়। কোন স্ত্রী না চাইলে ভিন্ন কথা। কিন্তু চাইলে তার হক আদায় করা উচিত এবং সে ক্ষেত্রে সকলের মাঝে সমতা বজায় রাখা কর্তব্য।

প্রশ্ন ঃ ইফতারীর সময় হয়ে গেলে কিছু না খাওয়ার আগে কি স্বামী-স্ত্রী মিলন করতে পারে?

উত্তর ঃ যদি স্বামী এতই ধৈর্যহারা হয়, তাহলে তা অবৈধ বলা যাবে না। যেহেতু সে সময় তাদের জন্য তা বৈধ। অবশ্য সুন্নত হল খেজুর-পানি দিয়ে ইফতার করা। কিন্তু সেই সুন্নত পালনে যদি কেউ অধৈর্য হয়, তাহলে পেটের ক্ষুধা মিটাবার আগে যৌন-ক্ষুধা মিটাবার দরজা উন্মুক্ত আছে। ইবনে উমার ﷺ কোন কোন দিন সহবাস দ্বারা ইফতার করতেন বলে বর্ণিত আছে। (ত্বাবারানী)

প্রশ্ন ঃ রোযা রেখে মহিলা যদি মহিলা ডাক্তার না পেয়ে পুরুষ ডাক্তারের কাছে এমন রোগ দেখাতে যায়, যাতে ডাক্তার তার লজ্জাস্থানে হাত প্রবেশ করতে বাধ্য হয়। তাহলে তাতে তার রোযা নষ্ট হয়ে যাবে কি?

উত্তর ঃ ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য তা করলে তাতে তার রোযা ভাঙ্গবে না। বরং স্বামীও যদি খেলার ছলে নিজ আঙ্গুল প্রবেশ করায়, তবুও তার রোযা ভাঙ্গবে না। যেহেতু তার কোন দলীল নেই। আর তা সহবাসও নয়।

প্রশ্নঃ বৃহস্পতিবার স্বামী বাড়িতে ছিলেন না বলে নফল রোযা রেখেছিলাম। কিন্তু তিনি আসার পর অধৈর্য হয়ে আমার সাথে মিলনে লিপ্ত হয়ে যান। এতে কি কাফ্ফারা দিতে হবে?

উত্তর ঃ নফল রোযা রাখার পর ইচ্ছা ক'রে ভেঙ্গে ফেললে কোন ক্ষতি হয় না। তা কাযা করাও ওয়াজেব নয়। সুতরাং আপনার স্বামীর উক্ত আচরণে কাফ্ফারা ওয়াজেব নয়।

প্রশ্ন ঃ রমযানের কাযা রোযা রেখেছিলাম। কিন্তু একদিন আমার স্বামী অধৈর্য হয়ে আমার সাথে মিলনে লিপ্ত হয়ে যান। এতে কি কাফ্ফারা দিতে হবে?

উত্তর ঃ ফরয রোযা কাযা করার সময় তা ভেঙ্গে ফেলা বৈধ নয়। অতএব আপনার স্বামীর উক্ত আচরণ ঠিক নয়। তার উচিত, আল্লাহর কাছে তওবা করা। অবশ্য কাফ্ফারা ওয়াজেব নয়। কারণ, সে কাজ রমযানের বাইরে তাই।

প্রশ্ন ঃ ক্বিবলার দিকে মুখ ক'রে প্রস্রাব-পায়খানা নিষেধ, কিন্তু স্ত্রী-সহবাস বৈধ কি?

উত্তর ঃ ক্বিবলামুখী হয়ে স্ত্রী-সহবাস করা অবৈধ হওয়ার কোন দলীল নেই। যাঁরা স্ত্রী-সহবাস করাকে প্রস্রাব-পায়খানা করার মতো মনে করেন, তাঁরা অবশ্য তা অবৈধ বলেন। আর যাঁদের নিকট ঘরের ভিতর ক্বিবলামুখে প্রস্রাব-পায়খানা বৈধ, তাঁদের নিকট স্ত্রী-সহবাসও বৈধ। অল্লাহু আ'লাম।

প্রশ্ন ঃ সহবাস চলাকালে নিজেদের লজ্জাস্থান দেখলে কি কোন ক্ষতি আছে?

উত্তর ঃ সহবাস চলাকালে নিজেদের লজ্জাস্থান দেখলে কোন ক্ষতি নেই। তা দেখলে কোন পাপও হয় না এবং চোখেরও কোন ক্ষতি হয় না। 'তিনি আমার লজ্জাস্থান দেখেননি এবং আমি তাঁর লজ্জাস্থান দেখিনি' বলে মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র প্রচলিত উক্তি সহীহ নয়।

প্রশ্ন ঃ সহবাস চলাকালে কথা বললে কি কোন ক্ষতি আছে?

উত্তর ঃ সহবাস চলাকালে স্বামী-স্ত্রীতে কথা বললে কোন ক্ষতি নেই। সে সময় কথা বললে সন্তান বোবা হয়---এ ধারণা সঠিক নয়। (তুহফাতুল আরূস দ্রঃ)

প্রশ্ন ঃ গর্ভাবস্থায় সঙ্গম বৈধ কি?

উত্তর ঃ শরীয়তে গর্ভাবস্থায় সঙ্গম নিষিদ্ধ নয়। ভ্রূণের কোন ক্ষতির আশঙ্কা না থাকলে সঙ্গমে দোষ নেই। খেয়াল রাখতে হবে, যাতে পেটে চাপ না পড়ে। অবশ্য শেষের দিকে না করাই উচিত। যেহেতু বলা হয় যে, তাতে ব্যাক্টেরিয়াগত কোন ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। যেমন যে মহিলার গর্ভপাত হয়, তার সাথে প্রথম তিন মাস সঙ্গম না করতে ডাক্তারগণ উপদেশ দিয়ে থাকেন।

প্রশ্ন ঃ মিলন-তৃপ্তির কথা স্বামী কি তার বন্ধুদের কাছে এবং স্ত্রী কি তার বান্ধবীদের কাছে বলতে পারে?

উত্তর ঃ মিলন-তৃপ্তির কথা স্বামী তার বন্ধুদের কাছে এবং স্ত্রী তার বান্ধবীদের কাছে বলতে পারে না, বিশেষ ক'রে যদি তারা অবিবাহিত হয়। মজাকছলে হলেও সে কথা কারো কাছে বলা বৈধ নয়।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ সেই ব্যক্তি হবে, যে স্ত্রীর সঙ্গে মিলন করে এবং স্ত্রী তার সঙ্গে মিলন করে। অতঃপর সে তার (স্ত্রীর) গোপন কথা প্রকাশ ক'রে দেয়।" (মুসলিম)

আসমা বিন্তে ইয়াযিদ (রাঃ) বলেন, একদা আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে ছিলাম, আর তাঁর সেখানে অনেক পুরুষ ও মহিলাও বসেছিল। তিনি বললেন, "সম্ভবতঃ কোন পুরুষ নিজ স্ত্রীর সাথে যা করে, তা (অপরের কাছে) বলে থাকে এবং সম্ভবতঃ কোন মহিলা নিজ স্বামীর সাথে যা করে, তা (অপরের নিকট) বলে থাকে?" এ কথা শুনে মজলিসের সবাই কোন উত্তর না দিয়ে চুপ থেকে গেল। আমি বললাম, 'জী হ্যাঁ। আল্লাহর

কসম, হে আল্লাহর রসূল! মহিলারা তা বলে থাকে এবং পুরুষরাও তা বলে থাকে।' অতঃপর তিনি বললেন, "তোমরা এরূপ করো না। যেহেতু এমন ব্যক্তি তো সেই শয়তানের মত, যে কোন নারী-শয়তানকে রাস্তায় পেয়ে সঙ্গম করতে লাগে, আর লোকেরা তার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে।" (আহমাদ,ইবনে আবী শাইবাহ,আবূ দাউদ,বাইহাকী প্রভৃতি, আদাবুয যিফাফ ১৪৩পৃঃ)

প্রশ্ন ঃ গোসল করার মতো পানি নেই জেনেও কি মিলন করা বৈধ?

উত্তর ঃ গোসল করার মতো পানি নেই জানলেও মিলন অবৈধ নয়। মিলনের সময় মিলন বৈধ। নামাযের সময় পানি না পাওয়া গেলে যথানিয়মে তায়াম্মুম ক'রে নামায বৈধ। আবু যার্র ﷺ পানি না থাকা সত্ত্বেও স্ত্রী-মিলন করলে নবী ﷺ তাঁকে তায়াম্মুম করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, "দশ বছর যাবৎ পানি না পাওয়া গেলে মুসলিমের ওযুর উপকরণ হল পাক মাটি। পানি পাওয়া গেলে গোসল ক'রে নাও।" (আহমাদ, আবূ দাউদ ৩৩৩নং)

প্রশ্ন ঃ হাদীসে আছে, "যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে নিজ বিছানায় ডাকে এবং সে না আসে, অতঃপর সে (স্বামী) তার প্রতি রাগান্বিত অবস্থায় রাত কাটায়, তাহলে ফিরিশ্তাগণ তাকে সকাল অবধি অভিসম্পাত করতে থাকেন।" কিন্তু বাসায় পানি না থাকার ফলে ফজরের নামায নষ্ট হওয়ার ভয়ে যদি আমি মিলনে রাজি না হই, তাহলে তাতেও কি আমি অভিশপ্তা হব?

উত্তর ঃ পানি না থাকলে তায়াম্মুম ক'রে নামায পড়া যাবে। সুতরাং সেই ওজরে স্বামীর যৌন-সুখে বাধা দেওয়া উচিত নয়। যেহেতু শরীয়তে এমন বিধান নেই যে, পানি না থাকলে তোমরা নাপাক হয়ো না। বরং বিধান হল,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا} (٤٣) سورة النساء

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা নেশার অবস্থায় নামাযের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা কি বলছ, তা বুঝতে পার এবং অপবিত্র অবস্থাতেও নয়, যদি তোমরা পথচারী না হও, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা গোসল কর। আর যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ পায়খানা (শৌচস্থান) হতে আসে অথবা তোমরা নারী-সম্ভোগ কর এবং পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর; (তা) মুখে ও হাতে বুলিয়ে নেবে। নিশ্চয় আল্লাহ পরম মার্জনাকারী, অত্যন্ত ক্ষমাশীল। (নিসা ঃ ৪৩)□

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ

وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (٦) سورة المائدة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্য প্রস্তুত হবে, তখন তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর এবং তোমাদের মাথা মাসাহ কর এবং পা গ্রন্থি পর্যন্ত ধৌত কর। আর যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তাহলে বিশেষভাবে (গোসল ক'রে) পবিত্র হও। যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব-পায়খানা হতে আগমন করে, অথবা তোমরা স্ত্রী-সহবাস কর এবং পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর; তা দিয়ে তোমাদের মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয় মাসাহ কর। আল্লাহ তোমাদেরকে কোন প্রকার কষ্ট দিতে চান না, বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান ও তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। (মায়িদাহ ঃ ৬)□

প্রশ্ন ঃ স্বামীর যৌন-সুখে বাধা দেওয়া অথবা মিলন না দিয়ে তাকে রাগান্বিত করা অভিশাপের কাজ জানি। কিন্তু সে যদি অবৈধ মিলন প্রার্থনা করে এবং তাতে রাজি না হই, তাহলেও কি অভিশপ্তা হব?

উত্তর ঃ স্বামী যদি অবৈধ মিলন চায় এবং তাকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে যদি আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন বা তাঁর অবাধ্যাচরণ হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে অভিশাপ আসার কোন প্রশ্নই আসে না। বরং "আল্লাহর অবাধ্য হয়ে কোন সৃষ্টির বাধ্য হওয়া যাবে না।" (আহমাদ, হাকেম, মিশকাত ৩৬৯৬নং) সুতরাং স্বামী যদি রমযানের দিনে অথবা মাসিকাবস্থায় মিলন চায় অথবা পায়খানাদ্বারে সঙ্গম করতে চায়, তাহলে স্ত্রীর তাতে সম্মত হওয়া বৈধ নয়। তাতে সে রাগারাগি করলেও সে রাগ তার অন্যায়। সে স্বামী একজন যালেম। আর স্ত্রীর উচিত, যালেম স্বামীর সাহায্য করা। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমার ভাইকে সাহায্য কর, সে অত্যাচারী হোক অথবা অত্যাচারিত।" আনাস ﷺ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! অত্যাচারিতকে সাহায্য করার বিষয়টি তো বুঝলাম; কিন্তু অত্যাচারীকে কিভাবে সাহায্য করব?' তিনি বললেন, "তুমি তাকে অত্যাচার করা হতে বাধা দেবে, তাহলেই তাকে সাহায্য করা হবে।" *(বুখারী)*

প্রশ্ন ঃ স্বামী যদি তার লিঙ্গ চুষতে আদেশ করে, তাহলে কি তা পালন করা যাবে?

উত্তর ঃ লিঙ্গ-চোষণে নাপাকি পেটে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। তাছাড়া তাতে মানুষের রুচিশীলতাও আছে। সুতরাং স্বামীর এমন অরুচিকর আদেশ পালন করা বৈধ নয়। অবশ্য দুই হাত বা স্তন দ্বারা মৈথুন ক'রে তাকে সন্তুষ্ট করা যায়।

প্রশ্ন ঃ যৌনক্রিয়ার সময় স্ত্রী স্বামীর এবং স্বামী স্ত্রীর যৌনাঙ্গ লেহন করতে পারে কি?

উত্তর ঃ যৌন-মিলনের সময় স্বামী-স্ত্রী উত্তেজিত হয়ে অথবা উত্তেজিত করার মানসে একে অপরের লজ্জাস্থান চাঁটা বৈধ নয়। যেহেতু ঃ-

(ক) উক্ত লেহন সুস্থ প্রকৃতি ও সুরুচির পরিপন্থী।

(খ) মানুষের দেহের মধ্যে মুখমন্ডল সবচেয়ে বেশি সম্মানিত। এই জন্য কাউকে মারার সময় মুখমন্ডলে আঘাত করতে নিষেধ করা হয়েছে। (আহমাদ, আবূ দাউদ ২১৪২নং, ইবনে মাজাহ) সুতরাং সেই সম্মানিত মুখন্ডলকে এমন ঘৃণ্য স্থানে লাগিয়ে চাঁটা বা চোষা বৈধ হয় কীভাবে?

(গ) প্রস্রাব-পায়খানার সময় মানুষ তার বাম হাত দিয়ে শরমগাহ স্পর্শ করে। ডান হাত রুচিকর ও পানাহারের কাজে ব্যবহার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে শরীয়তে। তাহলে ডান হাত অপেক্ষা বেশি সম্মানীয় সেই মুখ ও জিহ্বাকে শরমগাহে লাগানো যায় কীভাবে, যে মুখ ও জিহ্বা সৃষ্টিকর্তা মহান প্রতিপালকের তসবীহ ও তার কালাম পাঠ করে?

(ঘ) শরীয়ত আমাদেরকে বিজাতির অনুকরণ করতে নিষেধ করেছে। সুতরাং নির্লজ্জ কাফের লম্পট ও বেশ্যাদের অনুকরণ ক'রে এমন বিকৃত রুচির যৌনতৃপ্তি লাভ লজ্জাশীল মুসলিম নারী-পুরুষের কাম্য হয় কীভাবে?

(ঙ) এই ঘৃণ্য যৌন আচরণে রয়েছে পশুর অনুকরণ। আর শরীয়ত আমাদেরকে বিভিন্নভাবে পশুর অনুকরণ ও সাদৃশ্য অবলম্বন করতে নিষেধ করেছে। যেহেতু মানুষ হল সভ্য ও সম্মানিত জীব।

(চ) যতই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ক'রে করা হোক, লেহনের সময় অবশ্যই নাপাক মযী নিঃসৃত হবে। আর তা পবিত্র মুখে ও জিভে নিয়ে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে উন্মাদ হবে। আর তার কিছু না কিছু অবশ্যই গলার নিচে যাবে। অথচ বিদিত যে, অদী ও মযী প্রস্রাবের মতো নাপাক এবং তা খাওয়া হারাম।

(ছ) যে জায়গা স্পর্শ করলে ওযূ ভেঙ্গে যায়, সে জায়গা চাঁটা যায় কী ক'রে? যে জায়গা হতে এমন অপবিত্র জিনিস বের হলে ওযূ ভেঙ্গে যায়, সে জিনিস মুখে ও জিভে নেওয়া যায় কী করে?

(জ) এমন কুরুচিপূর্ণ আচরণ সুস্বাস্থ্য-বিরোধী কর্ম। যেহেতু মযী ও স্রাবে এমন জীবাণু থাকে, যা মুখে নেওয়া বা পেটে যাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

যৌনাঙ্গ লেহন ও চোষণ হারাম হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট দলীল না থাকলেও অস্পষ্ট দলীল ও যুক্তির নিক্তিতে তা অবৈধ হওয়ার কথা স্পষ্ট। সুতরাং সাবধানী মানুষের উচিত, সাবধানতা অবলম্বন করা।

প্রশ্ন ঃ মুখ-মৈথুন ক'রে স্বামীর বীর্য খাওয়া বৈধ কি?

উত্তর ঃ মুখ-মৈথুন যেমন রুচি ও প্রকৃতি বিরোধী, তেমনি মুখে বীর্যপাত ঘটিয়ে তা খাওয়াও বিকৃত প্রকৃতির মানুষের কাজ। আর তা বৈধ হতে পারে না। কারণ ঃ-

(ক) বীর্য পবিত্র হলেও তার সাথে অপবিত্র মযী বা অদী খেতে হয়। অথচ অপবিত্র কোন জিনিস খাওয়া মুসলিমের জন্য বৈধ নয়।

(খ) যাঁরা বীর্য পবিত্র বলেছেন, তাঁরা কিন্তু তা খাওয়া বৈধ বলেননি। যেমন ঝেড়ে ফেলা নাকের পোঁটা পবিত্র, বমি পবিত্র। কিন্তু তা চেঁটে খাওয়া যায় না। যেহেতু সে খাওয়াটা অরুচিকর ও ঘৃণ্য। আর মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ} (١٥٧) سورة الأعراف

অর্থাৎ, যে (নবী) তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহকে বৈধ করে ও অপবিত্র বস্তুসমূহকে অবৈধ করে। (আ'রাফ ঃ ১৫৭)□

যেমন যে পশুর গোশ্ত খাওয়া হালাল, সে পশুর প্রস্রাব-পায়খানা পবিত্র। কিন্তু তা সাধারণতঃ কেউ খেতে বলেন না। যেহেতু তা অরুচিকর ও ঘৃণ্য। প্রয়োজনে ঔষধ স্বরূপ ব্যবহার ভিন্ন কথা।

(গ) পূর্বকাল হতে আরব ও মুসলিমরা বীর্যকে ঘৃণা করেই এসেছে। তাদের কারো স্ত্রীই নিজ স্বামীর বীর্য ভক্ষণ করেনি। আর যা প্রচলিতভাবে ঘৃণ্য, তা অভক্ষণীয় ও অখাদ্য।

(ঘ) আল-কুরআনেও বীর্যকে নিকৃষ্ট পানি বলে আখ্যায়ন করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاء مَّهِينٍ} (٨) سورة السجدة

অর্থাৎ, অতঃপর তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস হতে তার বংশ উৎপন্ন করেছেন। (সাজদাহ ঃ ৮)

{أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاء مَّهِينٍ} (٢٠) سورة المرسلات

অর্থাৎ, আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি হতে সৃষ্টি করিনি। (মুরসালাত ঃ ২০)

সুতরাং যা তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট, তা খাওয়া হয় কোন্ অভিরুচি নিয়ে?

(ঙ) বীর্য ভক্ষণে রয়েছে কাফের বিকৃত-রুচির ব্যভিচারী ও বেশ্যাদের অনুকরণ। আর "যে ব্যক্তি যে জাতির অনুকরণ বা আনুরূপ্য অবলম্বন করে, সে তাদেরই একজন।" (আহমাদ, আবূ দাউদ)

(চ) বীর্য ভক্ষণে রয়েছে পশুর সাদৃশ্য। আর আচরণে পশুর সাদৃশ্য অবলম্বন বৈধ নয়।

অবৈধভাবে কাফের বেশ্যাদের পাশবিক আচরণ নোংরা ফিল্মে দর্শন ক'রে অনেক বিকৃত-রুচির মুসলমানও তা আধুনিকতা ও তৃপ্তিকর যৌনতা ভেবে নিয়ে লুফে নিতে চাচ্ছে। তাই তো এমন প্রশ্নের অবতারনা। স্বাধীন যৌনতার এই ঝড়-তুফানে আল্লাহ আমাদের হিফাযত করুন। আমীন।□

প্রশ্ন ঃ আমরা নতুন বর-কনে। ইসলামী বিধান মানার ব্যাপারেও আমাদেরকে নতুন বলতে পারেন। আমরা জানতে চাই, আমাদের প্রেমকেলিতে কোন্ সময় গোসল করা ফরয হয় এবং কোন্ সময় হয় না।

উত্তর ঃ স্বামী-স্ত্রীর যৌন-জীবনে বিভিন্ন অবস্থা হতে পারে। আর সেই অবস্থা অনুযায়ী বলা যাবে, কখন গোসল ফরয এবং কখন তা ফরয নয়। স্পর্শ, চুম্বন, দংশন, মর্দন, প্রচাপন ইত্যাদির ফলে যদি প্রস্রাবদ্বার থেকে আঠালো তরল পদার্থ বের হয়, তাহলে তাতে গোসল ফরয নয়। তাতে উযূ নষ্ট হয়ে যায়। কাপড়ে লাগলে পানির ছিটা দিয়ে পবিত্র করতে হয় এবং প্রস্রাবদ্বার ধুতে হয়।

কিন্তু প্রচাপনের সময় প্রবল উত্তেজনায় যদি বীর্যপাত হয়ে যায়, তাহলে গোসল ফরয হয়ে যায়।

পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ (সুপারি) যোনিপথে প্রবেশ করলেই উভয়ের জন্য গোসল ফরয হয়ে যায়। তাতে বীর্যপাত হোক, চাহে না হোক।

যোনিপথের বাইরে স্ত্রী-দেহের উপরে বা তার হাতে বীর্যপাত হলে কেবল স্বামীর উপরে গোসল ফরয, স্ত্রীর উপরে নয়। অবশ্য সে প্রেম-কেলিতে যদি স্ত্রীর বীর্যপাত না হয় তাহলে। মোট কথা, বীর্যপাত গোসল ফরয হওয়ার একটি কারণ।

প্রশ্ন ঃ সঙ্গমে লিপ্ত থাকা অবস্থায় কলিং-বেল বেজে উঠলে উঠে গিয়ে দরজা খুলি এবং তারপর আর সুযোগ হয়নি এবং আমাদের বীর্যপাতও হয়নি। এতে কি গোসল জরুরী?

উত্তর ঃ সঙ্গমে লিপ্ত হলেই এবং লিঙ্গাগ্র (সুপারি) যোনিপথে প্রবেশ করালেই গোসল ফরয। তাতে বীর্যপাত হোক অথবা না হোক।

প্রশ্ন ঃ বীর্যপাত হলে গোসল ফরয। লিঙ্গাগ্র স্ত্রীলিঙ্গে প্রবেশ করলে এবং বীর্যপাত না হলেও গোসল ফরয। কিন্তু নিরোধ ব্যবহার ক'রে প্রবেশ করালে এবং বীর্যপাত না হলে কি গোসল ফরয?

উত্তর ঃ মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ)

অর্থাৎ, যখন স্বামী তার স্ত্রীর চার শাখা (দুই হাত ও পায়ের) ফাঁকে বসবে এবং লিঙ্গ লিঙ্গে স্পর্শ করবে, তখন গোসল ওয়াজেব হয়ে যাবে। (মুসলিম ৩৪৯নং) নিরোধ ব্যবহার ক'রে লিঙ্গে-লিঙ্গে স্পর্শ না হলেও যেহেতু প্রবেশ করিয়ে তাতে যৌনতৃপ্তি অর্জন হয়, সেহেতু গোসল করতে হবে। (ইউ, মুমতে' ১/২৩৪)□

প্রশ্ন ঃ আমি একজন বিধবা যুবতী। অনেক সময় স্বপ্নে দেখি, আমি পূর্ণ তৃপ্তির সাথে স্বামী সহবাস করছি। কিন্তু ঘুম ভাঙ্গার পর শরমগাহে কোন অতিরিক্ত তরল পদার্থ লক্ষ্য করি না। এতে কি আমার জন্য গোসল ফরয হবে?

উত্তর ঃ শরমগাহে বীর্য লক্ষ্য না করলে গোসল ফরয নয়। (বুখারী ১৩০, ৭৩৮নং) যুবকও যদি স্বপ্নে সহবাস করে এবং ঘুমিয়ে উঠে বীর্য না দেখে, তাহলে গোসল ফরয নয়। যেমন ঘুমিয়ে উঠে কাপড়ে বীর্য দেখলে এবং স্বপ্নদোষ হওয়ার কথা মনে না থাকলেও গোসল ফরয।

প্রশ্ন ঃ সহবাসের পর সত্বর গোসল করা কি জরুরী?

উত্তর ঃ সহবাসের পর সত্বর গোসল ক'রে নেওয়া উত্তম। নচেৎ ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। তাছাড়া হঠাৎ এমন প্রয়োজনও পড়তে পারে, যাতে গোসল করা জরুরী। অবশ্য নিশ্চিন্ত হলে ঘুমাবার আগে অথবা কাজকর্ম বা পানাহার করার আগে উযূ ক'রে নেওয়া মুস্তাহাব। (বুখারী ৩৮৩, মুসলিম ৩০৫-৩০৬নং)

প্রশ্ন ঃ স্বামী-সহবাসের পর গোসল করার পূর্বে মহিলার জন্য কি ঘর-সংসারের কাজকর্ম ও রান্না-বান্না করা বৈধ নয়?

উত্তর ঃ স্বামী-সহবাসের পর গোসল করার পূর্বে মহিলার জন্য ঘর-সংসারের কাজকর্ম ও রান্না-বান্না করা অবৈধ নয়। যা অবৈধ, তা হল, নামায, কা'বা-ঘরের তওয়াফ, মসজিদে অবস্থান, কুরআন স্পর্শ ও তিলাঅত। এ ছাড়া অন্যান্য কাজ বৈধ।

একদা আবূ হুরাইরা ﷺ-এর সাথে মহানবী ﷺ-এর মদীনার এক পথে দেখা হল। সে সময় আবূ হুরাইরা অপবিত্রাবস্থায় ছিলেন। তিনি সরে গিয়ে গোসল ক'রে এলেন। নবী ﷺ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কোথায় গিয়েছিলে আবূ হুরাইরা!" তিনি বললেন, 'আমি অপবিত্র ছিলাম। তাই সেই অবস্থায় আপনার সাথে বসাটাকে অপছন্দ করলাম।' নবী ﷺ বললেন, "সুবহানাল্লাহ! মু'মিন অপবিত্র হয় না।" (বুখারী ২৭৯, মুসলিম ৩৭১নং) অর্থাৎ মুসলিম আভ্যন্তরিকভাবে অপবিত্র হলেও বাহ্যিকভাবে সে অপবিত্র হয় না বা অস্পৃশ্য হয়ে যায় না।

প্রশ্ন ঃ গোসলের পর প্রস্রাব-দ্বার থেকে বীর্য বের হতে দেখলে কি পুনরায় গোসল করতে হবে?

উত্তর ঃ গোসলের পর প্রস্রাবদ্বার থেকে বীর্য বের হলে তা উত্তেজনাবশতঃ নয়, বরং তা কোনভাবে ভিতরে আটকে থাকা বীর্য। সুতরাং তাতে পুনরায় গোসল করা ওয়াজেব নয়। তা প্রস্রাবের মতো, তা পুনরায় ধুয়ে ফেলে উযূ করলেই যথেষ্ট। (ইবা)

প্রশ্ন ঃ মিলনের পর বাথরুমে প্রস্রাব করতে গিয়ে দেখি, মাসিক শুরু হয়ে গেছে। তাহলে আমাকে কি মিলনের গোসল করতে হবে?

উত্তর ঃ স্বামী সহবাসের পর মাসিক শুরু হয়ে গেলে গোসল ফরয নয়। কারণ সে ফরয পালন ক'রে কোন লাভও নেই। সে গোসলের পর সে পবিত্র হবে না। সুতরাং মাসিক বন্ধ হওয়ার পর গোসল ফরয। কিন্তু মাসিকাবস্থায় যদি কুরআন মুখস্থ পড়তে হয়, তাহলে তাকে গোসল করতে হবে। কারণ বীর্যপাতঘটিত অপবিত্রতায় সঠিক মতে কুরআন পড়া বৈধ নয়। (শায়খ সা'দ আল-হুমাইদ)□